সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি

- প্রকাশ্যে মাদক সেবনের আসর বসে চলছে ছিনতাই লুট
- নিরাপত্তার দাবিতে শিক্ষার্থীদের ক্লাস বর্জন

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

উত্তরাঞ্চলের দেড় কোটি মানুষের সর্বাধুনিক চিকিৎসাকেন্দ্র রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। প্রকাশ্যেই মাদক ব্যবসা, সেবন, ছিনতাই, ওষুধ চুরিসহ এমন কোন অপকর্ম নেই যা এখানে হয় না। সন্ত্রাসীদের হাতে নিরাপদ নয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার থেকে শুরু করে ইন্টারনি ডাক্তার এবং শিক্ষার্থীরা। এমনকি হোস্টেলগুলো এখন সন্ত্রাসীদের দখলে। প্রকাশ্য দিবালোকে অস্ত্র ঠেকিয়ে ল্যাপটপ, মোবাইল ফোনসহ নগদ অর্থ কেড়ে নেয়া, ছাত্রীদের জিম্মি করে সোনার অলঙ্কারসহ ভ্যানিটি ব্যাগ ছিনতাই এখন নিত্যদিনের ঘটনা। প্রতিদিন গড়ে এখানে ২০ থেকে ২৫টি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে। এ ব্যাপারে পুলিশ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। ফলে শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তার দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন শুরু করেছে। ছাত্রদের বিক্ষোভ ঠেকাতে রংপুরের পুলিশ সুপার আবদুর রাজ্জাক বৃহস্পতিবার গিয়েছিলেন রংপুর মেডিকেল কলেজে। সেখানে মেডিকেল : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

মেডিকেল : কলেজ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সেমিনার হলে তাকে শিক্ষার্থীরা যা জানালো তা রীতিমত ভয়ঙ্কর। তারা পুলিশ সুপারকে বললেন, সন্ধ্যার পর রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ক্যাম্পাস থাকে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের দখলে। তারা আশপাশের চিহ্নিত সন্ত্রাসী। মেডিকেল পূর্বগেট এলাকা দিয়ে কলেজে প্রবেশ পথেই সন্ত্রাসীরা ওঁৎ পেতে থাকে, অস্ত্র ঠেকিয়ে মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। পাশেই ইন্টারনি ডাক্তারদের হোস্টেল ডা. মিলন হোস্টেলে প্রকাশ্য দিবালোকে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী হোস্টেলের দোতলায় উঠে তিন জন ইন্টার্নি ডাক্তারকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ অর্থ ও ল্যাপটপ এবং কয়েকটি মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় বিচার দাবি করে ইন্টারনি ডাক্তাররা ধর্মঘট শুরু করলে পুলিশ প্রশাসন আশ্বাস দিলেও এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি। উদ্ধার হয়নি লুণ্ঠিত মালামাল।

শুধু তাই নয়, গত বুধবার দিনের বেলায় ডা. মুক্তা ছাত্রাবাসে ৫ম বর্ষের ছাত্র আমজাদের কক্ষে প্রবেশ করে পিস্তল ঠেকিয়ে তার ল্যাপটপ আর মোবাইল ফোন ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। তারা আরও অভিযোগ করে হোস্টেলগুলোর ছাদে উঠে সন্ত্রাসীরা মাদক সেবন করে একমাত্র খেলার মাঠ দখল করে সেখানে মাদক পসরা সাজিয়ে রাখছে কিন্তু প্রশাসন কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। একইভাবে সন্ধ্যার পর জিয়া ছাত্রাবাসসহ অন্য ছাত্রাবাসের শিক্ষার্থীরা মেডিকেল পূর্বগেট ও কারাগার সড়কে বের হলে তাদের জিম্মি করে টাকা পয়সা আর মোবাইল ফোন কেড়ে নিচ্ছে সন্ত্রাসীরা। ছাত্রী হোস্টেলের শিক্ষার্থীরা সন্ধ্যার পর প্রতিদিনই কেউ না কেউ ছিনতাইকারীদের হাতে তাদের ভ্যানিটি ব্যাগ, মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের শিকার হচ্ছে। তাদের হোস্টেলের সামনে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বহিরাগত সন্ত্রাসীরা মহিলা শিক্ষার্থীদের টিজ করে এমনকি লাঞ্ছিত হতে হয় তাদের।

কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. আবদুর রউফ এসপিকে বললেন, তার এবং ভাইস প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারের সামনে সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যেই মাদক সেবন করে। প্রতিবাদ করলে তাদের হুমকি দেয়। শিক্ষার্থীরা পুলিশ সুপারকে আরও অভিযোগ করে, দিনের পর দিন চলছে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাস। তারা হোস্টেলের প্রবেশ পথে বসে গভীর রাত পর্যন্ত জুয়া খেলে ইচ্ছে মতো হোস্টেলে প্রবেশ করে মাদক সেবন করে টাকা দাবি করে। প্রতিবাদ করলে মারধর করে। রংপুরের পুলিশ সুপার আবদুর রাজ্জাক অসহায়ের মতো শিক্ষার্থীদের অভিযোগ শুনে হতবাক হন। যদিও তিনি পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা গ্রহণসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। কিন্তু শিক্ষার্থীরা আর পুলিশ সুপারের আশ্বাসে আশ্বস্ত হতে পারেনি। তারা বলেছে, আগে দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখার পর তাদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করার কথা ভাবা হবে।

এ ব্যাপারে রংপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. আবদুর রউফ সংবাদকে বলেন, এভাবে চলতে পারে না। তাদের নিরাপত্তা দেয়া আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু এ ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা ছাড়া আর কিই বা করার আছে বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে হাসপাতালে গড়ে ৩ হাজার রোগী আসে আউট ডোরে চিকিৎসা নিতে, আর ভর্তি থাকে গড়ে ২ হাজার। এখানে হাসপাতালে রোগীদের কোন নিরাপত্তা নেই। প্রতিদিন এখানে রোগীদের স্বজনদের জিম্মি করে মোবাইল ফোন আর টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসীরা। রাতে প্রকাশ্যেই সন্ত্রাসীরা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সশস্ত্র অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়, সুযোগ পেলেই ছিনিয়ে নেয় নগদ অর্থ। রোগী ও তাদের স্বজনরা জিম্মি সন্ত্রাসীদের কাছে- অনেকের অভিযোগ- পুলিশ জানে কারা এসব করছে। কিন্তু তারা পদক্ষেপ নেয় না, সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করছে না।